(Brotherly custom has nothing to do with ruling and reigning.)। হামিদা বানু সম্পর্কে গুলবদন লিখেছেন যে এই মহিলা ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপরায়ণা, দরিদ্র ও আর্ত মানুষদের তিনি নানাভাবে সাহায্য করতেন, গুলবদনের মৃত্যুর সময় তাঁর শয্যাপার্শ্বে ছিলেন। এ. এস. বিভারিজ লিখেছেন যে গুলবদন যা উপলব্ধি করেছেন তা যথাযথভাবে তুলে ধরেছেন, ঘটনার বিকৃতি ঘটাননি। সৎ, বুদ্ধিমতী এই মহিলা পারিবারিক জীবনে ছিলেন অত্যন্ত কর্তব্যপরায়ণা, সকলের প্রতি তাঁর ছিল সহানুভূতি (a good and clever woman, affectionate and dutiful in her home life and brought so near to us by her sincerity of speech and by her truth of feeling that she becomes a friend even across the bars of time, creed and death.)।

## তিন

মোগল যুগে ইতিহাসচর্চা এক উন্নত স্তরে পৌঁছেছিল। এযুগের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিকরা হলেন আবুল ফজল, আবদুল কাদির বদায়ুনি, আবদুল হামিদ লাহোরি, নিজামুদ্দিন আহম্মদ ও আবদুল হাশিম কাফি খান। এদের মধ্যে **শেখ আবুল ফজল** (১৫৫১-১৬০২) বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন, মোগল যুগের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে বিশিষ্ট অবদান রেখেছেন। আকবরের যুগের একজন শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবী হলেন আবুল ফজল। তিনি ছিলেন আকবরের মন্ত্রী, বন্ধু, রাষ্ট্রনেতা, কূটনীতিবিদ্ ও সামরিক অফিসার। আবুল ফজলের আরব পরিবার প্রথমে সিন্ধুদেশে এসেছিল, সেখান থেকে আজমিরের কাছে নাগরে গিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকে। আবুল ফজলের পিতা শেখ মুবারক ছিলেন সেযুগের একজন শ্রেষ্ঠ বিদ্বান, সুফি সন্ত ও উদার প্রকৃতির মানুষ। তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ফৈজি ছিলেন একজন কবি। রক্ষণশীল উলেমারা এই পরিবারটিকে অপছন্দ করত কারণ সন্দেহ করা হত যে শেখ মুবারক হলেন মহাদবি মতবাদের প্রতি অনুরক্ত এবং শিয়া (Shaikh Mubarak was suspected of being a Mahadavi and even a Shia.)। এই পরিবার নির্যাতনের শিকার হয়, পালিয়ে বেড়াত, কেউ তাদের আশ্রয় ও সাহায্য দিতে সাহস করত না।

শৈশবে আবুল ফজল তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছিলেন, পিতার কাছে নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পনেরো বছর বয়সে তিনি জ্ঞান বিজ্ঞানের সব শাখায় দক্ষতা অর্জন করেন। বিশ বছর বয়স থেকে তিনি নিজেই শিক্ষকতার কাজ শুরু করেছিলেন। নির্যাতিত ও অত্যাচারিত এই পরিবারের দুর্ভাগ্য আবুল ফজলের চিন্তা ও মননের ওপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল। ১৫৭৪ খ্রিস্টাব্দে এই পরিবার আকবরের আশ্রয় লাভ করে, আকবর এদের উচ্চপদ ও সম্মান দেন। ১৫৯৫ খ্রিস্টাব্দে আবুল ফজল *আকবরনামা*

Scanned with CamScanner

ও *আইন-ই-আকবরী* লিখতে শুরু করেছিলেন, ১৬০২ খ্রিস্টাব্দে পাঁচবার সংশোধনের পর প্রকাশ করেন। মহাগ্রন্থখানির প্রথম দুটি খণ্ড হল *আকবরনামা*, তৃতীয়টি হল *আইন-ই-আকবরী*। এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে আছে আকবরের পূর্ব পুরুষদের কাহিনি, পিতা হুমায়ুনের কথাও এতে স্থান পেয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডে আকবরের রাজত্বের ছেচল্লিশ বছরের ইতিহাস (১৫৫৬-১৬০২) ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা হয়েছে। তৃতীয় খণ্ড *আইন-ই-আকবরীতে* সাম্রাজ্যের আয়তন, সম্পদ, অবস্থা, শাসন, জনসংখ্যা, শিল্প, কৃষি ইত্যাদির কথা আছে। (It is a unique compilation of the system of administration and control throughout the various departments of government in a great empire faithfully and minutely recorded in their smallest detail, with such an array of facts illustrative of its extent, resources, condition, population, industry and wealth as the abundant material supplied from official sources could furnish.)। হিন্দুদের ধর্ম, দর্শন, সামাজিক আচার-আচরণ ইত্যাদির কথাও তিনি তুলে ধরেছেন। কোনো মধ্যযুগের ঐতিহাসিক ইতিহাসের বিষয়বস্তু সম্পর্কে এতখানি সচেতন ছিলেন না (Abul Fazal widened the range and scope of history as no medieval historian before him had done.)।

মধ্যযুগের ভারতের ঐতিহাসিকদের মধ্যে আবুল ফজল ছিলেন সবচেয়ে প্রতিভাবান। আকবরনামার দ্বিতীয় খণ্ডে আবুল ফজল ইতিহাস ও ইতিহাস তত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর মতামত প্রকাশ করেছেন। মানুষের কালানুক্রমিক ধারাবাহিক কাহিনি হল ইতিহাস (events of the world recorded in a chronological order.)। পূর্বসূরিদের ইতিহাস তত্ত্বের তিনি সমালোচনা করে লিখেছেন যে এদের কাছে ইতিহাস হলো মুসলমানদের ভারত জয় ও তার শাসন কাহিনি। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে দ্বন্দ্ব হলো ইতিহাসের মূল বিষয়। আবুল ফজলের মতে, এই ধরনের ইতিহাস ভারতের ক্ষতি করেছে (the preceding historians misled the people and caused great harm to Indian society.)। ইসলামের ইতিহাস ও প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে তিনি যুক্তির অভাব লক্ষ করেছেন। তাঁর কাছে ইতিহাস হল জ্ঞানদীপ্তির উৎস, যুক্তিবাদের প্রসারে সহায়ক জ্ঞান। সত্যানুসন্ধান হল মানুষের জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধনা এবং এই সাধনায় সহায়ক হল যুক্তি (the realization of truth was the ultimate end of man's life. It is possible only with the light of reason.)। ইতিহাস পাঠ করে মানুষ দুঃখ ও বেদনাকে জয় করতে পারে।

আবুল ফজলের ইতিহাস দর্শনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তাঁর ইতিহাস পদ্ধতি। তিনি নিঃসন্দেহ ছিলেন যে ঐতিহাসিক মূল আকর অনুসন্ধান করে ইতিহাসের



Scanned with CamScanner

কাঠামোটিকে দাঁড় করাবেন। খুব যত্ন করে অনুসন্ধান চালিয়ে উপাদান সংগ্রহ করতে হয় (facts should be recorded only after careful enquiry and investigation.)। যুক্তি ও তথ্যের অভাব হলে ইতিহাস হবে গল্প কাহিনি, প্রকৃত ইতিহাস নয়। তিনি ইতিহাসকে ধর্মশাস্ত্রের অঙ্গ বলে (তফসির, ফিক) মনে করেননি, তবে ইতিহাস ও দর্শন শাস্ত্রের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে বলে তিনি মনে করেন। দর্শন ও ইতিহাস হল পরস্পরের পরিপূরক। বারানি বা বদায়ুনি এধরনের ইতিহাস দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন না। আবুল ফজল বিশ্বাস করতেন না যে ইতিহাস শুধু বিশ্বাসীদের জন্য (history served to enlighten and warn the believers only) আবুল ফজলের ইতিহাস দর্শন ধর্ম-নিরপেক্ষ ও যুক্তিবাদী (His concept of history is secular rather than religious.)। আবুল ফজলের ইতিহাস দর্শনে গভীর, অগভীর সব কিছুর স্থান রয়েছে। এতে যেমন উৎসব, আনন্দানুষ্ঠানের কথা আছে, আছে পণ্ডিত, সন্ত ও দরবেশদের সত্য উপলব্ধির কাহিনি। ইতিহাস সব কিছু পরিবর্তনের কাহিনি তুলে ধরে (History embodies all the change that take place in the world.)।

আবুল ফজল হলেন মধ্যযুগের একমাত্র ঐতিহাসিক যিনি বহুমাত্রিক ইতিহাস রচনা পদ্ধতির কথা বলেছেন। একটিমাত্র উপাদান থেকে তথ্য নিয়ে তিনি ইতিহাস রচনার বিরোধিতা করেন। মূল আকর সংগ্রহের ওপর তিনি জোর দেন (recognized the importance of original sources.)। বিভিন্ন উৎস থেকে উপাদান সংগ্রহ করে বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে সত্যতা যাচাই করে তিনি ইতিহাস লেখার পক্ষপাতী ছিলেন (They were put to a critical examination before they were accepted.)। তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে তিনি প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণকে প্রাধান্য দেন। প্রতিবেদন, স্মারকলিপি, বাদশাহি ফারমান এবং অন্যান্য তথ্য তিনি সযত্নে ব্যবহার করেন। আকবরের রাজত্বের ঊনবিংশ বৎসর থেকে ওয়াকাই-নবিসরা রাজসভার দৈনন্দিন যে বিবরণী লিখে রাখত তিনি সেগুলি থেকেও তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। অভিজাত, সভাসদ, সামরিক অফিসার প্রভৃতির কাছ থেকেও তিনি তথ্য সংগ্রহ করেন।

বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করে তিনি লেখেন একখানি মহাগ্রন্থ যাকে মহাকাব্যের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে (a book of history which reads like an epic.)। আবুল ফজলের বীর-নায়ক হলেন সম্রাট আকবর (King, philosopher and hero.)। আকবরের রাষ্ট্রনীতির সঙ্গে তিনি সহমত। আকবরের সাম্রাজ্যিক ধারণা, শাসনব্যবস্থা, জনকল্যাণমুখী নীতি ও ধর্মীয় সহিষ্ণুতার তিনি হলেন উৎসাহী সমর্থক। এজন্য তাঁর রচনা হয়েছে পক্ষপাতিত্বপূর্ণ, আকবরের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। আকবরের বীরত্ব, করুণা, দয়া, ন্যায়বিচারবোধ, মুজতাহিদ (ইমাম-ই-আদিল) হিসেবে

Scanned with CamScanner

তাঁর প্রতিষ্ঠা পাঠককে বিস্ময়বিমুগ্ধ করে রাখে। রাজা হিসেবে তিনি সৌভাগ্যবান (ইকবাল)। আবুল ফজলের ইতিহাসের পাতায় প্রজাকল্যাণকামী সমদর্শী সম্রাট আকবর অমরত্ব লাভ করেছেন। ঐতিহাসিক হিসেবে আবুল ফজলের তা কম কৃতিত্বের নয়। আবুল ফজল সমকালীন ইতিহাসের তথ্যপূর্ণ বিবরণ রেখেছেন। তাঁর কাছে সমকালীন ইতিহাস হিন্দু ও মুসলমানদের দ্বন্দ্ব নয়, দ্বন্দ্ব হল ঐক্যকামী ও বিচ্ছিন্নতাকামী শক্তির মধ্যে। মোগল রাষ্ট্র হল সংহতিকামী, জমিদাররা হল বিচ্ছিন্নতাকামী। আকবর ও আবুল ফজলের কাছে মোগল রাষ্ট্র হল ভারতীয় রাষ্ট্র, কোনো জাতি, গোষ্ঠী বা ধর্মের একাধিপত্য এখানে ছিল না। সম্রাটের সৈন্যবাহিনী আর মুজাহিদান-ই-ইসলাম নয়, মুজাহিদান-ই-ইকবাল। আবুল ফজল ইতিহাসচর্চায় নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এসেছিলেন, পরবর্তীকালের ঐতিহাসিকরা এর দ্বারা প্রভাবিত হন। আবুল ফজল অত্যন্ত সহৃদয়তার সঙ্গে হিন্দুদের ধর্ম, দর্শন, সামাজিক আচার-আচরণ ইত্যাদি অনুধাবনের চেষ্টা করেছেন। আলবেরুনির পর আর কোনো মুসলমান পণ্ডিত এধরনের প্রয়াস চালাননি। ইতিহাস রচনায় তিনি এভাবে নিরপেক্ষ ও নির্মোহ থাকার চেষ্টা করেছেন (historical objectivity and detachment in his writing.)।

মধ্যযুগের ঐতিহাসিকদের মধ্যে আবুল ফজল একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। এই মহান ঐতিহাসিকের মূল্যায়নে তাঁর অপূর্ণতার কথাও উল্লেখ করতে হয়। অনেক পরিশ্রম করে তিনি আকবরের শাসনকালের অনেক খুঁটি-নাটি তথ্য সরবরাহ করেছেন। কিন্তু বর্ণনা দেবার সময় তিনি মন্ময়চিত্ত, বস্তুগত জগতের সঠিক চিত্র তুলে ধরতে পারেননি (he is subjective rather than objective.)। তাঁর বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে তিনি আকবরের রাজত্বকালের একটি আদর্শ চিত্র এঁকেছেন, তাঁর শাসনের বাস্তব চিত্র পাওয়া যায় না (Abul Fazl draws an ideal picture instead of giving us a faithful description of the administration in its actual working.)। ঘটনা ও চরিত্রের ওপর তাঁর নিজস্ব মতামত চাপিয়েছেন। আকবরের সব সিদ্ধান্তকে তিনি নির্বিচারে সমর্থন করেছেন। এতে ঐতিহাসিক সত্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, বস্তুনিষ্ঠতাকে তুলে ধরা হয়নি (historical objectivity)। আবুল ফজল ঐতিহ্য নয়, যুক্তিকে প্রাধান্য দিয়েছেন, কিন্তু তার বীর-নায়ক আকবরের ক্ষেত্রে এই মাপকাঠিতে বিচার করেননি। আকবরের ঐশ্বরিক গুণাবলির পরিচয় দিতে তিনি কার্পণ্য করেননি, তাঁর যুক্তিবাদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আবুল ফজলের লেখায় আকবরের দুর্বলতাকে সযত্নে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। আকবর একবার জাগির জমি খালসায় পরিণত করে ক্রোরিদের হাতে তার দায়িত্ব তুলে দেন। এই পরীক্ষা সফল হয়নি, আবুল ফজল এনিয়ে নীরব থেকেছেন। বদায়ুনি ও নিজামুদ্দিন এসব ঘটনার কথা

Scanned with CamScanner

উল্লেখ করেছেন। টোডরমল ও শাহ্ ফতুল্লাহ শিরাজির রাজস্ব সংক্রান্ত প্রতিবেদনে এর উল্লেখ আছে।

আকবর সদর বিভাগে (ধর্ম ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত বিভাগ) কয়েকটি সংস্কার প্রবর্তন করেন, আকবরনামায় এর উল্লেখ নেই। 'আইনে' তিনি এগুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা রেখেছেন, কিন্তু এর আর্থ-সামাজিক প্রতিক্রিয়ার কথা উল্লেখ করেননি। বদায়ুনি ভুক্তভোগী ছিলেন, তিনি এর বিস্তৃত বিবরণ রেখে গেছেন। আবুল ফজল আকবরের ইবাদতখানা, ধর্মচিন্তা, উলেমাদের সঙ্গে বিরোধ ইত্যাদির যে বিবরণ দিয়েছেন তা সব সত্য নয়, সম্পূর্ণও নয় (can hardly be regarded as complete and truthful.)। ঐতিহাসিক নিজে এই বিতর্কের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে পড়েছিলেন, এজন্য তাঁর মতামতকে নিরপেক্ষ ও তথ্য নির্ভর বলে গ্রহণ করা যায় না। তিনি উলেমাদের নিন্দা করেছেন, ব্যঙ্গ করতেও ছাড়েননি। এই শ্রেণির বিরুদ্ধে তাঁর যে আক্রোশ ছিল লেখায় তার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। উদারতা ও সহনশীলতার কথা তিনি বারবার উল্লেখ করেছেন, উলেমাদের ক্ষেত্রে তার অভাব ঘটেছে। আবুল ফজলের চোখে উলেমারা হলেন অজ্ঞ, নীচ ও স্বার্থপর (ignorant, selfish, mean and self-seeking individuals.)।

আরও অনেকক্ষেত্রে ঐতিহাসিক তাঁর দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারেননি (Abul Fazl has failed to do justice to his duty as a historian.)। তিনি শেরশাহের কৃতিত্বকে লঘু করে দেখিয়েছেন, তার সাফল্যের কারণ হল ষড়যন্ত্র ও প্রতারণা। এখানে ঐতিহাসিকের নিরপেক্ষতা অবশ্যই ক্ষুণ্ণ হয়েছে। শেরশাহের কতকগুলি সংস্কারের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেছেন যে এগুলি হল আলাউদ্দিন খল্‌জি ও বাংলার সুলতানদের অনুকরণ। আবুল ফজল আকবরকে নিয়ে এত ব্যস্ত ছিলেন যে অনেক কিছুই বাদ দিতে বাধ্য হয়েছেন। আকবরের ধাত্রী মাতা মাহম আনগ তাঁর পুত্র আধম খানের দুই সঙ্গিনীকে হত্যা করেন, আকবর ঘটনাটি জেনেও তা উপেক্ষা করেন। আকবরের নির্দেশে হুসেন মির্জাকে গুজরাটে হত্যা করা হয়, আবুল ফজল বলছেন যে ভগবন্তদাসের পরামর্শ অনুযায়ী আকবর এই নির্দেশ দেন। এভাবে তিনি আকবরের ত্রুটিগুলিকে আড়াল করেছেন (we know that Maham Anaga put to death two girls in possession of her son Adham Khan in Malwa for fear of their disclosing the true facts to Akbar. Akbar overlooked the offence. Again, when Hussain Mirza was put to death in Gujarat at Akbar's orders, Abul Fazl records that this was done at the suggestion of Bhagwant Das who was not justified in giving it.)।

ঐতিহাসিক সম্পূর্ণভাবে তাঁর সমকালকে তুলে ধরতে পারেননি। সুলতানি রাজ্যের পতনের পর থেকে আকবরের ক্ষমতালাভ পর্যন্ত রাজপুত, আফগান ও মোগলদের

Scanned with CamScanner

মধ্যে ত্রিপক্ষীয় ক্ষমতার দ্বন্দ্ব চলেছিল, আবুল ফজলের ইতিহাসে এর বর্ণনা নেই। আকবর কীভাবে সফল হলেন তার কথাও জানার উপায় নেই, যেটুকু বর্ণনা তিনি রেখে গেছেন তাও নিষ্প্রাণ ও বর্ণহীন। আকবরের সৌভাগ্য ও সামরিক শক্তির কাছে তার বিরোধীদের পরাজয় ঘটেছে। আবুল ফজল জানিয়েছেন বিরোধীশক্তি ছিল নিষ্প্রভ, মোগল সৈন্যবাহিনীর জয় ছিল প্রায় সুনিশ্চিত। এই দ্বন্দ্বের বাস্তব পরিস্থিতি, আকবরের কূটনীতি ও সামরিক শৌর্যের পরিচয় নেই। মোগল রাজশক্তির বিরুদ্ধে যেসব স্থানীয়, আঞ্চলিক স্বাধীনতাকামী শক্তির উত্থান ঘটেছিল আবুল ফজল তাদের পরিচয় দেননি। মোগল ভারতে জাতি ও গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ছিল, এসব দ্বন্দ্বের বিস্তৃত পরিচয়, গভীরতা ও তীব্রতা তাঁর বর্ণনায় অনুপস্থিত।

আবুল ফজল সম্রাট, রাজসভা, অভিজাত, বিদ্বান ও সন্তদের নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন, রাজসভার বাইরের জীবনের প্রতিফলন নেই তাঁর গ্রন্থে। বুদ্ধিজীবী ও পণ্ডিত আবুল ফজল সমকালীন অনেক ঘটনাকে সামান্য জ্ঞানে তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেননি। এসব ঘটনাবলি নথিবদ্ধ হলে সাধারণ মানুষের কথা জানা যেত, যুগধর্মকে ভালো করে বোঝা যেত (His intellectual bias ....d his training as a scholar made him indiffierent and contemptuous to what was non-serious, humble and ordinary in life. Consequently, he was generally interested only in those facts which were serious and consequential from the view point of a king, a noble, and an accomplished scholar given to philosophical speculation and reflection.)। সেযুগের শিক্ষার সীমাবদ্ধতা তাঁর রচনার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর শিক্ষা ও মনের গড়ন এমন ছিল যে তিনি অগভীর, সাধারণ বিষয়ের দিকে দৃষ্টি দিতে পারেননি, গভীর, দার্শনিক বিষয়ের দিকে বেশি নজর দেন। অলংকার বহুল ভাষায় তিনি উচ্চতর দর্শন ও সত্যের কথা বলেছেন (to record the deeper and higher truths of life.)। এর ফল হল জীবনের গভীর-অগভীর, মহান-তুচ্ছ, উচ্চ-নীচ, বর্ণহীন-বর্ণময় সকলের কথা আকবরনামায় পাওয়া যায় না। আইনে অনেক পরিসংখ্যান আছে কিন্তু সেগুলি হল নিষ্প্রাণ, জীবনের পরিচয় তাতে নেই। জীবনের সঙ্গে যোগ রেখে মজুরি ও দ্রব্যমূল্যের কথা তিনি বলেননি। সরকারি রাজস্বের হিসেব সম্পর্কেও ঐ একই কথা বলা যায় (The Ain-i-Akbari merely furnishes us with certain statistical details which can hardly be co-related with the living conditions of the people.)। পণ্ডিত ঐতিহাসিক সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, সামাজিক আচার-আচরণ ও বিশ্বাসকে তুচ্ছ করেছেন। এসব সীমাবদ্ধতার জন্য তাঁর ইতিহাস হয়েছে একপেশে ও অসম্পূর্ণ (his story of the age remains one-sided and incomplete.)। তিনি যুগধর্মকে

Scanned with CamScanner

ধরতে ব্যর্থ হয়েছেন, সেকালের সামগ্রিক জীবন তাঁর ইতিহাসে ধরা পড়েনি (The Akbarnama is more a story of Akbar than a story of the society and the age in which Akbar and Abul Fazl lived.)।

আবুল ফজলের ইতিহাসচিন্তা তাঁর রাজনৈতিক ও ধর্মীয় চিন্তার ওপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁর ইতিহাসকে বুঝতে হলে এগুলিকে অবশ্যই জানতে হবে। উপাদান সংগ্রহ ও ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তাঁর রাজনৈতিক ও ধর্মীয় চিন্তার প্রভাব পড়েছে। আবুল ফজলের মতে, রাজতন্ত্র হল দৈবানুগৃহীত (Monarchy is divine in origin), ঈশ্বরের করুণালাভ করে একজন ব্যক্তি শাসক হন। এই প্রতিষ্ঠানটি সমাজের বিবদমান শক্তিগুলিকে দমন করে রাখে, এজন্য এটি প্রয়োজনীয় ও বাঞ্ছনীয়। রাজা না থাকলে এরা পরস্পরের সঙ্গে লড়াই করে ধ্বংস হয়ে যাবে। শাসক নিজের সুখ, সম্পদ ও গৌরব বৃদ্ধির জন্য তাঁর ক্ষমতার ব্যবহার করবেন না, জনগণের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য এর ব্যবহার করবেন (the sovereign should devote himself to the welfare of his people.)। শাসকের প্রধান দায়িত্ব হলো শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা, রাজা হবেন শক্তিশালী, বিবেচক ও ন্যায়পরায়ণ (the king should be just, wise and brave) উদার ও সহনশীল। আবুল ফজল আকবরের মধ্যে এসব গুণের সমাবেশ লক্ষ করেছিলেন। আকবর জনগণের পার্থিব ও আধ্যাত্মিক প্রয়োজনের দিকে নজর রেখেছিলেন। মোগল সাম্রাজ্য দিয়েছিল শান্তি ও সংহতি, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তা, দেশে সহনশীল ধর্মীয় পরিবেশ গড়ে উঠেছিল। আবুল ফজল বিশ্বাস করেন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় কারণে মোগল সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ প্রয়োজন। তিনি মোগলদের সাম্রাজ্যবাদী নীতির সমর্থক ছিলেন।

আবুল ফজলের ধর্মচিন্তা বেশ জটিল, জাহাঙ্গিরের আদেশে এক আততায়ীর হাতে তিনি নিহত হন। যুবরাজ তাঁকে বিধর্মী বলে মনে করতেন, সমকালীন অনেকে তার সম্পর্কে এই ধারণা পোষণ করতেন। তাঁর সম্পর্কে এমন কথাও বলা হয়েছে যে তিনি ছিলেন হিন্দু, অগ্নি উপাসক, নিরীশ্বরবাদী ও ধর্ম-নিরপেক্ষ। *মাসির-উল-উমরায়* বলা হয়েছে যে ধর্মের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন স্বাধীনচেতা (free thinker), সব ধর্মের মধ্যে সত্য আছে বলে তিনি মনে করেন। তিনি বলেছেন যে আদর্শ রাজা হবেন ধর্মের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ [In his conception of an ideal king (Insan-i-Kamil) he pronounced that the king must be above religious differences and must not be a mother to some and a step-mother to others, so that universal peace and toleration (Sulh-i-Kul) was established.)]। আবুল ফজল বিশ্বজনীন শান্তি ও সহিষ্ণুতায় আস্থা রেখেছিলেন। আইন-ই-আকবরীর একটি অংশে তিনি নিজের ধর্মমত ব্যাখ্যা করেছেন, তিনি নিজেকে যুক্তিবাদী ও স্বাধীন চিন্তার অনুসারী বলেছেন। ঐতিহ্য

Scanned with CamScanner

নিয়ে তিনি সন্তুষ্ট থাকতে চাননি, ধর্মের বিবর্তনের যুক্তিবাদী ব্যাখ্যা দিয়েছেন, ঐতিহ্যপন্থীরা হলেন অজ্ঞ ও নির্বোধ (তকলিদি) (They failed to realize that with the passage of time truth expressed in books on religion and law had become obsolete and out of date.)। আবুল ফজল ধর্মভীরু লোক ছিলেন, নিরীশ্বরবাদী ছিলেন না। সমকালীন মানুষ তাঁকে নিরীশ্বরবাদী বলেছেন কারণ তিনি ধর্মের বাহ্যিক আচার-আচরণ নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন (the charge of atheism against him can not be substantiated.)। তিনি ধর্মের অন্তর্নিহিত অর্থের ওপর জোর দিয়েছিলেন, বহিরাবরণের ওপর নয় (He emphasized the spiritual content in religion.)। এসব কারণে সেযুগের উলেমা ও মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ তাঁকে অপছন্দ করেছিল। তিনি মনে করেন বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে যে বিরোধ আছে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তা দূর করা যায়। হিন্দুদের সম্পর্কে বলা হয় যে তারা মূর্তিপূজক, আসলে তারা একেশ্বরবাদী (the Hindus subscribed to the concept of one god.)। ঐতিহাসিক ধর্ম সম্পর্কে আরও একটি গভীর উপলব্ধির কথা প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে, ধর্মীয় নিপীড়ন হল অযৌক্তিক ও নিষ্ফল (religious persecution was irrational and futile.)। সহানুভূতির সঙ্গে বিরোধীদের অজ্ঞতা দূর করতে হবে, ঘৃণা ও রক্তপাত ধর্মীয় বিরোধের সমাধান করতে পারে না, ধর্ম সম্পর্কে গভীর উপলব্ধি থেকে এই ধরনের উদার চিন্তা উঠে এসেছিল।

আবুল ফজল নিরপেক্ষভাবে পক্ষপাতশূন্য হয়ে রাষ্ট্র ও সমাজের বাস্তব চিত্র তুলে ধরতে পারেননি। বারানি, বদায়ুনি, নিজামুদ্দিন ও ফিরিস্তা তার চেয়ে অনেক বেশি সার্থকভাবে যুগের বাস্তব চিত্র, যুগধর্মকে তুলে ধরতে পেরেছেন। তাঁকে কেউ বলেছেন রোমান্টিক, কেউ বলেছেন মননধর্মী (subjective) ঐতিহাসিক। তাঁকে বাস্তববাদী, নৈর্ব্যক্তিক ঐতিহাসিক হিসেবে অনেকেই মেনে নিতে চাননি (Scientific objective historian.)। তবে আবুল ফজল ঐতিহাসিক হিসেবে যে অবদান রেখেছেন তার মূল্য কিন্তু কম নয়। মধ্যযুগের ধর্ম-নিরপেক্ষ যুক্তিবাদী ইতিহাসচর্চার তিনি হলেন প্রবর্তক। বহুমাত্রিক সমালোচনামূলক ইতিহাস রচনা পদ্ধতি তিনি অনুসরণ করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন (a new methodology to collect facts and marshal them on the basis of critical examination.)। ইতিহাসের বিষয়বস্তুর তিনি বিস্তার ঘটিয়েছেন, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়গুলি ইতিহাসে স্থানলাভ করেছে। প্রদেশগুলির প্রাকৃতিক পরিবেশ, প্রশাসনিক বিধি-নিয়ম ইত্যাদির কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। তথ্য সংগ্রহের জন্য তিনি প্রচণ্ড পরিশ্রম করেছেন, উপাদান সংগ্রহের নতুন নীতির কথা বলেছেন (laid down the principles of

historical investigation.)। মধ্যযুগের ভারতে তিনি হলেন নতুন ইতিহাস দর্শনের প্রবর্তক (philosophy of history.), ইতিহাসচর্চার একটি নতুন পদ্ধতি তিনি গড়ে তুলেছেন (a critical apparatus for the collection and selection of the facts of history.)। ইতিহাসের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য তিনি ব্যাখ্যা করেছেন, উপাদান ব্যাখ্যার নীতির কথা বলেছেন (Principles for interpretation of history.)। ঐতিহাসিক হিসেবে আবুল ফজলের অবদান কোনোমতেই নগণ্য নয়, বরং স্থায়ী ও চিত্তাকর্ষক (Abul Fazl's achievements as a historian are by any standard quite impressive.)।

Scanned with CamScanner